শিক্ষা খাতে স্থিতিশীলতা ফেরেনি

বহুমুখী চ্যালেঞ্জে পথচলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এক মাসে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে লেখাপড়া চালু হলেও উচ্চশিক্ষা স্তর, বিশেষ করে পাবলিক বিশ^বিদ্যালয়ে এখনো পুরোপুরি একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয়নি। দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে অভিভাবকশূন্যতা। শেখ হাসিনা সরকারের ক্ষমতাচ্যুতির পর শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে একের পর এক বিশ^বিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদত্যাগের কারণে উচ্চশিক্ষার এসব প্রতিষ্ঠানে প্রশাসকশূন্যতা তৈরি হয়েছে। বিকল্প পন্থায় একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চালিয়ে নিতে আদেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত সপ্তাহে এক সঙ্গে পাঁচ বিশ^বিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

বিশ^বিদ্যালয় দেখভাল করার প্রতিষ্ঠান বিশ^বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনেও (ইউজিসি) ছিল অচলাবস্থা। গেল সপ্তাহে কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ।

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যেষ্ঠ অধ্যাপককে জরুরি আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য না পেলে পুরোপুরি সংকট কাটবে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সারাদেশের স্কুল-কলেজেও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে। বেশিরভাগই শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু রাজধানী ঢাকায় গত দুই সপ্তাহে অন্তত ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান পদ ছেড়েছেন। বরখাস্তও হয়েছেন দু-একজন।

দুর্নীতি ও অপকর্মের কারণে ক্ষোভের মুখে পড়েছেন কেউ কেউ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আন্দোলনের মুখে বাসভবন ছেড়ে প্রধান শিক্ষকের পালিয়ে যাওয়ার মতো কাণ্ডও ঘটেছে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গত ১৮ জুলাই মাঝপথে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা। সরকার পতনের পর সিদ্ধান্ত হয়, বাকি পরীক্ষাগুলো নেওয়া হবে ১১ সেপ্টেম্বরের পর। এটা জানার পর পরীক্ষার্থীদের ক্ষুদ্র একটি দল সচিবালয়ে ঢুকে বিক্ষোভ করতে শুরু করে। এমন পরিস্থিতিতে 'অনিবার্য কারণ' দেখিয়ে গত ২০ আগস্ট এইচএসসির বাকি বিষয়ের পরীক্ষাগুলো বাতিল করা হয়। ফলাফল কীভাবে হিসাব করা হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। এ অবস্থায় এবার এইচএসসিতে 'অটোপাস' হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যা নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করছেন।

এদিকে নবম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজন তুলে দিয়ে নতুন যে শিক্ষাক্রম আওয়ামী লীগ সরকার চালু করেছিল, অন্তর্বর্তী সরকার সেটিতে সংস্কার এনে আবারও বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।